দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...12. FEB. 1994 ... ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭ ..

23

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

বছরের প্রায় অধিকাংশ সময় জুড়েই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সকল শিক্ষাঙ্গনেই কোন না কোন সন্ত্রাসী ঘটনা সংঘটিত হয়ে চলেছে। এই জঘন্য তৎপরতা বিরামহীন ধারায় দিনের পর দিন ঘটে চলেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই হারে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটতে থাকলে শিক্ষার পরিবেশ ও তার পবিত্রতা আর অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। শুধু তাই নয়, ফলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা অধঃপাতে নিমজ্জিত হচ্ছে। মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক অধপতন ঘটছে এবং বিঘ্নিত হচ্ছে দেশের সার্বিক উন্নয়ন। উদ্বিগ্ন এবং সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হচ্ছে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষিত সমাজকে, অভিভাবকবৃন্দকেও। দেশের রাজনৈতিক দল, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোও সন্ত্রাস সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত নয় তা-ও নয়। বিশেষ করে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এবং বিরোধী দলও সন্ত্রাস মোকাবিলায় আন্তরিকভাবেই সচেষ্ট। তথাপি সন্ত্রাস থামছে না। উপরন্তু সন্ত্রাস অন্ধ দানবের মতো আমাদের সমাজ জীবনকে ওলট-পালট করে দিচ্ছে। আমাদের যা কিছু সুস্থ, সত্য ও সুন্দর এবং মানবিক মূল্যবোধকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের সমগ্র জাতীয় ঐতিহ্য সকল সংগ্রামী চেতনা ও ইতিহাসকে আজ ধ্বংসের অতলে নিমজ্জিত করে দিচ্ছে। এই অবস্থা কিছুতেই চলতে দেয়া যায় না—রোম পুড়বে আর নীরোর মতো নির্লিপ্ত হয়ে বাঁশি বাজাবো এটা কোন অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়।

গত মঙ্গলবার থেকে চর দখলের মতো হল দখল নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। খবরে প্রকাশ, গত বুধবার ক্যাম্পাসে সশস্ত্র যুদ্ধে ভাংচুর হয়েছে ভিসি'র বাসগৃহ এবং ফাটানো হয়েছে অনেক বোমা-ককটেল। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের শাস্তির দাবি করেছে জাঃ বিঃ'র শিক্ষক সমিতি এবং পরস্পরকে দোষারোপ করে ছাত্র সংগঠনগুলোও পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়েছে। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে।

এর জন্য দায়ী কারা, কারা এই ঘটনার নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ায়, কি কারণে এসব তাণ্ডবলীলা চালানো হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো পূত পবিত্র অঙ্গনে—তার উৎস সন্ধান করা কি এতই কঠিন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি। এমনকি সবাই জানে। জেনেও কর্তৃপক্ষ না জানার ভান করে থাকবে এটা হয় না। পক্ষান্তরে আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি হবো, ধ্বংসের আবর্তে তলিয়ে যাবো। এছাড়া আমাদের যেন কিছুই করার নেই। তবে এ কথাও সত্য, কিছু একটা যে করা যায় তারও নজির একেবারে বিরল নয়। গত বুধবার একই দিনে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজেও দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে অনুরূপ যে বন্দুকযুদ্ধ, ক্যাম্পাসে ভাংচুর ইত্যাকার সন্ত্রাসী তৎপরতা সংঘটিত হয়েছে তা শেষ পর্যন্ত কলেজের অধ্যক্ষের নির্দেশে-অনুরোধে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত গড়াতে পারেনি। খবরে প্রকাশ, ৮/১০ জন এই সংঘর্ষে আহত হয়েছে মাত্র। যে সময় উভয়পক্ষের ক্রস ফায়ার চলছে তখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'পক্ষকে দু'হাত তুলে থামতে নির্দেশ দেয়ায় দু'পক্ষই অস্ত্র সমর্পণ করে। ঘটনাটা এ কালের একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা।

যে দেশে স্কুল শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক এমনকি ভার্সিটির ভিসি পর্যন্ত পর্যুদস্ত হচ্ছেন, নিগৃহীত হচ্ছেন ছাত্র নামের সন্ত্রাসীর হাতে, সন্ত্রাসীদের হাতে সারাদেশ যেখানে এক রকম জিম্মি হয়ে পড়েছে, সেখানে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের প্রকৃত শিক্ষকসুলভ আচরণে সন্ত্রাস বন্ধ হয়েছে। যদিও এর শেষ পরিণতি কি হবে এখনও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে এ কথা বলা চলে, প্রকৃত দায়িত্ববোধের পরিচয় দিলে এবং সাহসিকতা দিয়ে আদর্শগত উদাহরণ তুলে ধরতে পারলে সন্ত্রাসের মতো একটি ঘৃণ্য দুষ্কর্ম থেকে শিক্ষার্থীদের নিবৃত্ত করা খুব কঠিন কাজ যে নয় সেটা বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল লতিফ এহেন ক্রান্তিলগ্নেও প্রমাণ রেখেছেন।

তবে এ কথাও ঠিক জানমালের নিরাপত্তা সকলেরই কাম্য। সন্ত্রাসীরা মানুষ নয়, কেউ কেউ মানুষ। এ কথা মনে রেখেই শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমন করার মতো প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। কারণ এ যাবত কাল সন্ত্রাসীদের উৎখাত করার কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে অন্যদিকে তাদের হাতে গোপন অস্ত্র তুলে দেয়ার ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নয়। তাদের বিরুদ্ধে একদিকে হুলিয়া অন্যদিকে গোপনে আশ্রয় দেয়ার নজিরও আমাদের জানা আছে। এ ধরনের দ্বিমাত্রিক আদর্শ এবং দ্বিমুখী চরিত্র যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত সন্ত্রাস বন্ধ হবে কি-না সন্দেহ। সন্ত্রাস দমন আইন করে, পুলিশের হাত শক্ত করেও সন্ত্রাসকে স্তব্ধ করা যাচ্ছে না। উল্টো সন্ত্রাসীরা পুলিশের উপর চালাচ্ছে সশস্ত্র আক্রমণ।

প্রকৃতপক্ষে দেশের অভ্যন্তর থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে সামাজিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক দলগুলোকে আদর্শ ও ন্যায়নীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। সামাজিক শৃঙ্খলা, পারস্পরিক সম্মান এবং মূল্যবোধকে জাগ্রত করে কালো অস্ত্রের মুখোমুখি সত্য ও সুন্দর মন্ত্রে দীক্ষিত মনুষ্যত্বকে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষামূলক দেখা যেতে পারে- কাদের জিত হয়, সন্ত্রাসীদের না-কি সত্য ও সুন্দরের পূজারী খাঁটি মানুষের। সে ক্ষেত্রে মানুষের জয় সুনিশ্চিত। সন্ত্রাসীদের হাতের অবৈধ অস্ত্র সৎ, নিষ্ঠাবান, দেশপ্রেমী মানুষের আদর্শের সামনে অতি তুচ্ছ, সে অস্ত্র নিষ্ক্রিয় হতে বাধ্য এ কথা সমাজ বিজ্ঞানীরা এবং আমরাও মনে করি।